তারিখ … 22 … 2006
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৭

দৈনিক
ইনকিলাব

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাজনীতিমুক্ত ও স্থায়ী শিক্ষা কমিশন হয়নি

বিদায়ের পালা
৫ দিন

ইউসুফ আলী

মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা খাত শিক্ষা সেক্টরের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তর। শিক্ষার এ স্তরের উন্নয়নে কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন নিয়ে কোন সরকারের উদ্যোগ ছিল না। স্বাধীনতার ৩৫ বছরেও দেশে গঠিত হয়নি স্থায়ী কোন শিক্ষা কমিশন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক-ছাত্র রাজনীতিমুক্ত হয়নি। এর ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সারাক্ষণ বিরাজ করছে নানা অস্থিরতা। চরমভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে শিক্ষা কার্যক্রম। আর এতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো গ্রাস করছে নানা অনিয়ম ও দুর্নীতি। শিক্ষাবিদরা বলছেন, দেশের স্বার্থে একটি স্থায়ী শিক্ষা কমিশন গঠন অত্যন্ত জরুরি। কেননা শিক্ষার উন্নয়ন ছাড়া এ দেশের উন্নয়নের বিকল্প কোন পথ নেই। শিক্ষাবিদরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে রাজনীতিমুক্ত রাখার পক্ষেও অভিমত দিয়েছেন।

হয়নি : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

হয়নি : শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

স্বাধীনতার পর গঠিত শিক্ষা কমিশন ও সংস্কার কমিটির সুপারিশ অনুসন্ধানে দেখা যায়, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরি, মাদ্রাসা এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা খাত সংস্কার ও উন্নয়নের লক্ষ্যে কমিশনগুলো প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ বেশকিছু সুপারিশ করে। এর মধ্যে সব কমিশনে দক্ষ ও যোগ্য শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে একটি স্থায়ী শিক্ষা কমিশন গঠনের সুপারিশ করা হয়। একইসঙ্গে কমিশনগুলোর সবক'টি শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ ও ব্যবস্থা গ্রহণেরও সুপারিশ করা হয়। শিক্ষাবিদরাও মনে করেন, একটি স্থায়ী শিক্ষা কমিশন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও অগ্রগামী করতে পারে। আর শিক্ষার উন্নয়ন ছাড়া এদেশের উন্নয়নের আর কোন বিকল্প পথ নেই।

স্বাধীনতার পর গঠিত ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন থেকে সর্বশেষ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা কমিশনের উল্লেখযোগ্য সুপারিশের মধ্যে রয়েছে— শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি বন্ধ করা। ইন্টারমিডিয়েট কলেজগুলোতে ডিগ্রি কোর্স প্রবর্তন না করে নবম-দশম শ্রেণী খোলা। একমুখী মাধ্যমিক শিক্ষানীতি ও ব্যবস্থা চালু করা। বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া অন্য সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিরপেক্ষ কমিশনের মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ। শিক্ষায় প্রযুক্তি ব্যবহারের লক্ষ্যে একটি টিভি চ্যানেল শিক্ষার জন্য নিবেদিত করা। দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষা ও জীবনমুখী শিক্ষার প্রসার। শিক্ষকের মর্যাদা, পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু। বিশ্ববিদ্যালয়ে নিরপেক্ষ প্রশাসন গড়ে তোলা। একটি জাতীয় ভাষানীতি ও বিজ্ঞাননীতি প্রণয়ন করা। রেডিও, টিভি, কম্পিউটার, ইন্টারনেটের মাধ্যমে অব্যাহত শিক্ষাদান প্রক্রিয়া চালু করা। শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত ১:৪০-এর মধ্যে রাখা। বেসরকারি ও সরকারি কলেজ শিক্ষকের মধ্যে বেতন-ভাতার বৈষম্য নিরসন করা। বেসরকারি কলেজ শিক্ষক নিয়োগের জন্য পৃথক কর্মকমিশন গঠন করা। গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ রাখা। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অপচয় বন্ধ করে গবেষণা ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ খাতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করা। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন গবেষকদের সুবিধার্থে একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও গবেষণাগার গড়ে তোলা। বর্তমান শতাব্দীর আধিপত্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাতে নানামুখী কোর্স ও উন্নয়ন পদ্ধতি চালুকরণ। স্কুলভিত্তিক মূল্যায়ন পরীক্ষা চালু করা। মানবিক ও বিজ্ঞান বিষয়ের সমন্বয়। মাদ্রাসার ইবতেদায়ী স্তরকে সার্বজনীন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করা। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে গবেষণাগারের ব্যবস্থা রাখা। নিরাময়, প্রতিরোধক ও কমিউনিটি মেডিসিন শিক্ষার ওপর জোর দেয়া। কারিগরি বিষয়ে বাংলাভাষায় বই প্রকাশ। সর্বোপরি দেশে একটি স্থায়ী শিক্ষা কমিশন গঠন। যার কাজ হবে শিক্ষা কমিশনের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে ব্যবস্থা গ্রহণ, চলমান গবেষণার মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে সমস্যা নিরূপণ ও তার প্রতিকারে সুপারিশ করা এবং শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন চিন্তাধারার উদ্ভাবন ও তার প্রয়োগ সম্পর্কে সুপারিশ করা।

কিন্তু অনুসন্ধানে দেখা যায়, সরকার শিক্ষা সংস্কার ও উন্নয়নে জাতীয় কমিশন গঠন করলেও এর বাস্তবায়নে কার্যকর কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। সর্বশেষ গঠিত কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন সেল গঠন করা হয়েছে। কিন্তু ওই কমিটিতে কমিশনের চেয়ারম্যানসহ কোন সদস্যকে পর্যন্ত রাখা হয়নি। বাস্তবায়ন সেল কার্যক্রমের আর কোন অগ্রগতি হয়নি। সব কমিশন যেসব সুপারিশে গুরুত্ব দিয়েছে, সেসব সুপারিশ বাস্তবায়নে সরকার প্রধানরা উদ্যোগী হননি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষক-ছাত্র রাজনীতি গ্রাস করেছে। এর কুফলে মাসের পর মাস শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিরাজ করে অচলাবস্থা। বিঘ্নিত হয় শিক্ষা কার্যক্রম। শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নে দেশে একটি স্থায়ী শিক্ষা কমিশন গঠন স্বাধীনতার ৩৫ বছরের মধ্যে হয়নি। বরং করে দেশের ১২ থেকে ২০ লাখ টাকার অপচয় করেছে। অথচ কমিশনের সুপারিশকে গুরুত্ব দেয়নি। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দও রাখা হয় না। বেসরকারি ও সরকারি শিক্ষকদের বেতনবৈষম্য দূরীকরণে শিক্ষক আন্দোলন হলেও সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েই পার পেয়ে যাচ্ছে। স্কুলভিত্তিক মূল্যায়ন পরীক্ষা চলতি বছরের শুরু থেকে চালুর দাবি করলেও প্রকৃতপক্ষে চালু হয়নি। বেসরকারি শিক্ষক নিয়োগে পৃথক কর্মকমিশন গঠিত হয়নি কারিগরি ও প্রযুক্তি শিক্ষার প্রসারের কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এসব শিক্ষার প্রসার প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে বলে মন্তব্য শিক্ষাবিদদের। গবেষণা খাতে বরাদ্দ বাড়ানো হচ্ছে না।

শিক্ষাবিদ ও ২০০৩ শিক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা এ সম্পর্কে যুগান্তরকে জানান, কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নে সরকারের আন্তরিকতার ঘাটতি তেমন মনে হয়নি। আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় কোথাও এটি আটকে যায়। তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, কমিশন রিপোর্ট দেয়ার পর বহুদিন চলে গেছে। কিছুই জানানো হয়নি সুপারিশ বাস্তবায়ন সেল গঠন করা হলেও সেখানে কমিশনের কোন সদস্যকে রাখা হয়নি তিনি বলেন, সরকার চাইলে তা করতে পারত তবে এ কথাও ঠিক, সরকার সার্বক্ষণিক একটি অস্থিরতার মধ্যে ছিল। শিক্ষক-ছাত্র রাজনীতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করে দিচ্ছে রাজনৈতিক প্রভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিণত হচ্ছে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভয়ারণ্যে। তিনি জানান, শিক্ষা ছাড়া এদেশের উন্নতি সম্ভব নয় আর এজন্য একটি স্থায়ী শিক্ষা কমিশন গঠন অত্যন্ত জরুরি। এ কমিশন জনমত